আইসিটি ইন্টার্ণশিপ নির্দেশিকা

(সংশোধিত)

উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

আগস্ট ২০২০

১। ভূমিকাঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষে প্রয়োজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবল। তদুপরি বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার পাবলিক-প্রাইভেট সেক্টরের যুগপৎ সহযোগিতায় সফটওয়্যার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সক্ষম সেবা (ITES) শিল্পের সফলতা নিশ্চিত করা এবং মান সম্পন্ন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে পেশাজীবী ও দক্ষ জনবল তৈরীতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর দশ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী তথ্য প্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর/ স্নাতক/ ডিপ্লোমা সনদ লাভ করছে। কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই কার্যক্রমের আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিষয়ে স্নাকত/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬ মাসের জন্য বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান/আইটি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষে ইন্টার্ণশিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো তথ্য প্রযুক্তিতে কাজ করতে উদ্যোগী সকল স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সফটওয়্যার শিল্পের জন্য ব্যাপক দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) স্নাতকোত্তর/স্নাতক/ডিপ্লোমা পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) সফটওয়্যার রপ্তানীকে উৎসাহিত করার জন্য এ শিল্পে ব্যাপক দক্ষ জনবল তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি এবং উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ পেশাজীবির অভাব দূর করার জন্য পেশাগত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তথ্য প্রযুক্তিবিদদের একটি জনসমষ্টি তৈরী করা;

(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্তমান কর্মসূচির সাথে ইন্ডাস্ট্রির/ চাকুরি বাজারের চাহিদার সমন্বয় করা;

(চ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি দপ্তরে আইসিটি কার্যক্রমের বুনিয়াদ সৃষ্টি এবং বিদ্যমান আইসিটি স্থাপনা সুসংহতকরণ:

৩। ইন্টার্ণশিপের মেয়াদঃ

প্রতিটি ইন্টার্ণশিপের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস হবে যা কোন ক্রমে নবায়নযোগ্য নয়। ০৩(তিন) মাসের hands on training বিসিসি অথবা ইন্ডাস্ট্রিতে অথবা উভয় স্থানে হবে। অতঃপর প্রার্থীগণ আইটি ইন্ডাস্ট্রি সমূহের চাহিদা অনুযায়ী অবশিষ্ট ৩ (তিন) মাস সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্ণশিপ সম্পন্ন করবেন।

৪। ইন্টার্ণীর সংখ্যাঃ

ইন্টার্ণীর সংখ্যা প্রতি ব্যাচে ১০০ (একশত) জন হবে এবং বছরে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ)টি ব্যাচে ইন্টার্ণশিপের ব্যবস্থা করা হবে। তবে বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী কর্তৃক ইন্টার্ণী নিয়োগের চাহিদা এবং যোগ্য ইন্টার্ণীর প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে কম বা বেশি হতে পারে।

৫। ইন্টার্ণীদের যোগ্যতাঃ

(ক) প্রার্থীকে কম্পিউটার সায়েন্স/ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারী অথবা যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী, অথবা সরকারি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে আইসিটি বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাধারী, অথবা যে কোন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীসহ আইসিটি বা সমতুল্য বিষয়ে ১ (এক) বছর মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। CSE/CS বিষয়ে স্নাতকোত্তর/স্নাতকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(খ) বিদেশ হতে আইসিটি বা সমতুল্য বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাংলাদেশী নাগরিকগণও আবেদন করতে পারবেন।

৬। ইন্টার্ণী নির্বাচনঃ

প্রতি অর্থ বছরের প্রথমেই বেসিস, বিসিএস ও বিএসিসিও সহ সকল অংশীজনের নিকট হতে তথ্য প্রযুক্তি খাতে এরিয়া ভিত্তিক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় ইন্টার্ণীর সংখ্যার তথ্য চাওয়া হবে। এর ভিত্তিতে অনলাইন বিজ্ঞাপনসহ বহুল প্রচারিত (ইংরেজী ও বাংলা) দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইন্টার্ণী নিয়োগের আবেদন আহ্বান করা হবে। ইন্টার্ণশিপ প্রদানের জন্য, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। প্রয়োজনে বিসিসি অনলাইন পরীক্ষাও গ্রহণ করতে পারবে। ইন্টার্ণশিপ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান/আইটি ইন্ডাস্ট্রি বা কোম্পানীসমূহে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ইন্টার্ণগণকে নিয়োগ প্রদান করবে।

৭। ইন্টার্নগণদের ভাতাঃ

(ক) সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীগণ বিসিসি কর্তৃক আয়োজিত ৩(তিন) মাস মেয়াদী একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করবেন। বিসিসি ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত প্রশিক্ষণকালীন সময়ে ইন্টার্নকে বিসিসি কর্তৃক নির্ধারিত হারে অথবা সর্বোচ্চ ১২,০০০.০০ (বার হাজার) টাকা পর্যন্ত মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে এ ভাতা কম বা বেশী নির্ধারণ করতে পারবে।

(খ) গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানে ৩ মাস ইন্টার্নশিপ চালু থাকা অবস্থায় একজন ইন্টার্ন বিসিসি কর্তৃক নির্ধারিত হারে মাসিক ভাতা পাবেন। এছাড়া বিসিসি থেকে আর কোন ভাতা/আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে না।

(গ) সরকারী পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ইন্টার্নগণদের প্রাপ্য মাসিক ভাতার সমপরিমাণ অর্থ সেবা গ্রহণকারী অফিস কর্তৃক প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ইন্টার্নগণ বিসিসি হতে নির্ধারিত হারে মাসিক ভাতা পাবেন।

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিসিসিসহ সকল সংস্থা, সংগঠন, শাখা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে প্রার্থীগণকে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োজিত করা যাবে।

(ঙ) সরকারি পর্যায়ে এবং বিসিসিতে নিয়োজিত ইন্টার্নদের প্রাপ্য মাসিক ভাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদান করা হবে।

৮। ইন্টার্নদের বাধ্যবাধকতাঃ

(ক) ইন্টার্নশিপের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে নির্দেশনা দেয়া হবে তা সম্পূর্ণাংশে তাঁকে মেনে চলতে হবে;

(খ) ইন্টার্নশিপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুনের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে;

(গ) ইন্টার্নশিপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি এবং স্থাপনাসমূহ যত্নের সাথে ব্যবহার করতে হবে;

(ঘ) ইন্টার্নশিপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত কার্য-তালিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) ইন্টার্নশিপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বা উৎপাদন গোপনীয়তা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ গোপনীয়তা কোনভাবেই অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারবেন না।

(চ) ইন্টার্নশিপ শেষে কারিগরি এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও মতামতসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সর্বশেষ মাসের ইন্টার্ন ভাতা এবং সনদপত্র প্রদান করা হবে;

(ছ) যে প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে সে প্রতিষ্ঠানের সময়সূচি অনুযায়ী প্রতিটি কার্যদিবসে তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরীকৃত সময় ও কার্যতালিকা অনুসরণ করতে হবে;

(জ) কোন শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যগত বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কারণে একাধিক কার্যদিবসে প্রশিক্ষণ থেকে বিরত থাকতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে ৯০% এর নিচে হাজিরা থাকলে তাঁর ইন্টার্নশিপ বাতিল করা হবে

(ঝ) কোন প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ আরম্ভের পর তার সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ইন্টার্নগন কর্তৃক কোম্পানী বা সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে নিরুৎসাহিত করা হবে; এবং

(ঞ) ইন্টার্নশিপ শেষে প্রতি প্রশিক্ষাণার্থী লব্ধ জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৯। ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি এবং কাজের বিষয়বস্তু ও ধরণঃ

নিয়োগপ্রাপ্ত ইন্টার্নীকে নিয়োগকৃত আইটি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী শুধুমাত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কাজে নিয়োজিত করবে। যা তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ইন্টার্নকে তথ্য প্রযুক্তিতে তাঁর ব্যবহারিক শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। তদুপরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইন্টার্নগনের নিয়মিত মেন্টরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০। সনদ প্রদানঃ

অনলাইন পরীক্ষা এবং দলগত মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ইন্টার্নগণ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ০৩(তিন) মাসের Hands-on Training এবং ৩ (তিন) মাস সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিতে হাতে কলমে সফলতার সাথে কাজ করলে সংশ্লিষ্ট ইন্টার্নকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল একটি সনদ প্রদান করবে।

১১। তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী নির্বাচনঃ

প্রতি অর্থ বছরের শুরুতেই বেসিস, বিসিএস ও বিএসিসিও সহ সকল অংশীজনের নিকট থেকে তথ্য প্রযুক্তির এরিয়া ভিত্তিক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় ইন্টার্ন এর সংখ্যার তথ্য চাওয়া হবে। প্রয়োজনে এবং ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষে, ইন্টার্ণী নির্বাচনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় (ইংরেজী ও বাংলা) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকালীন একই সাথে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী নির্বাচনের আবেদনও আহবান করা যাবে। প্রাপ্ত আবেদন ও চাহিদা বিবেচনা পূর্বক বিসিসি কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী নির্বাচন করা হবে।

১২। সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীসমূহের বাধ্যবাধকতাঃ

(ক) ইন্টার্ণশিপ চালু থাকা অবস্থায় একজন ইন্টার্ণ বিসিসি হতে প্রাপ্য ভাতার সমপরিমাণ ভাতা সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কর্তৃক পরিশোধ করবে।

(খ) ইন্টার্ণশিপে দায়িত্ব প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী ইন্টার্ণদের শ্রম, আইন ও নিরাপত্তা বিধিমালা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তাঁদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রচলিত শ্রম আইন মেনে চলবে।

(গ) যে প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্ণশিপ এর জন্য ইন্টার্ণ প্রেরণ করা হবে সে প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ/ দক্ষ জনবল এবং কারিগরি স্থাপনা ও সুবিধাদি থাকতে হবে।

১৩। মূল্যায়ন ও মনিটরিং:

ইন্টার্ণ নির্বাচন পরবর্তী প্রশিক্ষণ কোয়ালিটি ইন্টার্ণশিপ এবং ইন্ডাস্ট্রির ভূমিকা/অবদান, ইন্টার্ণদের অর্জিত দক্ষতা বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া ও বিসিসি এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। গঠিত কমিটি প্রতিটি ব্যাচ সমাপনান্তে-

(ক) প্রশিক্ষণার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন;

(খ) বিসিসি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীসমূহে Hands-on প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন;

(গ) ইন্টার্ণশিপ চলাকালীন ৩য়/৪র্থ মাসে একটি অন্তরবর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল;

(ঘ) তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর ইন্টার্ণশিপ কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন ও তার আলোকে সুপরিশমালা সহ, একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন বিসিসি বরাবরে দাখিল করবে।

১৪। অধিকার সংরক্ষণঃ

বর্ণিত ইন্টার্ণশিপ কার্যক্রমের বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দিলে সেক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রয়োজন বোধে এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৫। ইন্টার্ণশিপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়ঃ

ইন্টার্ণশিপ কর্মসূচী বিসিসি'র রাজস্ব বাজেট থেকে বাস্তবায়ন করা যাবে। তদুপরি ইন্টার্ণশিপ কর্মসূচির ব্যয় বিসিসি'রি এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোন প্রকল্প থেকে অথবা নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমেও নির্বাহ করা যেতে পারে।

-সমাপ্ত-

সদস্য (সক্ষমতা উন্নয়ন ও মানব সম্পদ), বিসিসি
ও
আহবায়ক
আইসিটি ইন্টার্ণশিপ নির্দেশিকার রুপরেখা প্রণয়ন কমিটি